বঙ্গীয় ভূতপূর্ব্ব ভূমি সংক্রান্ত বিধির পুনরুদ্ধার।

মহোদয় ইল্‌বর্টের করসংক্রান্ত নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি অতি অদ্ভূত কাণ্ড। উহার মূল সূত্র এই যে ভারতের রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতি শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ দেশবাসীদিগের ভূস্বত্ব লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু বাহিকে এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন ভূমিসংক্রান্ত শাস্ত্রের পুনরনুষ্ঠানই এই ধর্ম্মাসনের উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, যেন বৃটনদিগের শতবর্ষ ব্যাপী শঠতায় ঐ নিয়মাবলীর লোপ হইয়াছে এবং প্রজাবর্গের হিতার্থে এক্ষণে উহাদের পুনরুদ্ধার অতি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এই ধর্ম্ম-বিরোধী ও স্বত্বলোপী বিধান প্রচলিত হইলে না জানি এই পাঁচ কোটী বঙ্গবাসী মধ্যে কতই শত্রুতা কতইবা অন্তর্দাহ উপস্থিত করিবে এবং ভূস্বামীগণের মস্তকেও এককালে বজ্রপাত হইবে। তাঁহারা ইংরাজাধিকারে যে সকল স্বত্ব সুখে ও নির্ব্বিরোধে এক শত বৎসর হইতে উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা একবারে লোপ হইয়া যাইবে। মর্ত্তে এই আইন অতুলনীয়। মন্ত্রীবর গ্লাডষ্টোন্ যদি একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া মাননীয় পার্লিমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়া বলেন অতি প্রাচীনকালে এই রাজ্যে এই ব্যবহার ছিল এবং উহার বলে এই আইন সংগঠন করিয়া আপনাদিগকে ইহা প্রচলিত করিতে অনুরোধ করিতেছি তাহা হইলে অত্রস্থ এই অহিতকর বিধিরাজীর অনুলিপি আমাদের জ্ঞানচক্ষু গোচর হয়।

আমাদের ব্যবস্থাপক সভা বলেন জমীদারের ভূমিতে কোন স্বত্ব নাই এবং জনৈক সভ্য ঐ মতাবলম্বন জন্য বলিয়াছেন যে ইউ-রোপ খণ্ডে অধিকার স্বত্ব যে অর্থ বোধক এদেশের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ নূতন ও বৈদেশিক। পরন্তু এখানে প্রজার কৃষিস্বত্ব বিষয়ক দুইটী ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহা যদিও কোন আইনে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই কিন্তু দেশীয় লোকের হৃদয়ে জাগরুক আছে এবং সময় ও রাষ্ট্রবিপ্লব তাহা অদ্যাপি বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। মন্ত্রি সভার ভাব এই কথাতেই বোধগম্য হইল, আর গোপন রহিল না। শত বর্ষ রাজ্য করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে এদেশে অধিকার স্বত্ব নাই এবং উহা এদেশের পক্ষে নূতন। স্বত্বের অদৃষ্টে যাহাই হউক, আমরা একটী নূতন কথা শুনিতে পাইলাম। আমরা সাম্প্রদায়িক সময়ে অবতরণ করিয়াছি সুতরাং তদনুবর্ত্তী বিধানই আমাদের উপযুক্ত। মর্ত্তে সত্য কাল উপস্থিত, এক্ষণে হৃদগত বিধানই সাতন্ত্র বিধান হইবেক।

যখন শীর্ষসভা হইতে এই মত প্রকাশিত হইয়াছে তখন দেখা যাউক সেই মত কতদূর স্থায়ী। সৌভাগ্য বশতঃ এ প্রসঙ্গ অদ্যই যে উত্থাপিত হইল এমত নহে, যখন ইংরাজদিগের চক্ষু ফুটিবার উপক্রম হইয়াছিল অর্থাৎ এই রাজ্য লাভের অনতিবিলম্বেই এ কথার উত্থাপন হয় এবং বৎসর বৎসরাবধি তর্ক বিতর্কের পর সুস্থির হয় যে বঙ্গীয় জমীদারগণের আপনাপন সম্পত্তিতে অধিকার স্বত্ব আছে। তাৎকালিক বিখ্যাত নামা রাজপুরুষগণ, ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ফ্রান্সিস্, পিট, বর্ক, ডণ্ডাস, লর্ড টিন্‌মৌথ, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ইত্যাদি, এবিষয়ের তথ্যানুসন্ধায়ী হইয়া উপর্য্যুক্ত মীমাংসার স্থিরীকরণ করেন। ইতিবৃত্তে কথিত আছে ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন বঙ্গে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার ইয়ত্বা ছিল না। দিল্লীর সম্রাটের ক্ষমতার সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়াছিল। এবং মহম্মদীয় রাজ প্রতিনিধিরা আত্মোৎকর্ষ বিধানে রত হইয়া অপহরণ ও লুণ্ঠন বৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিল। ভূমির

রাজস্বই মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান আয় ছিল সুতরাং এই দুর্ব্বত্তেরা প্রথমেই জমীদারদিগের উপর হস্তক্ষেপ এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও হৃতমান করে। কিন্তু মুসল্‌মানদিগের উন্নতিকালে ভূমির কর আয়াসসাধ্য ছিল, তন্নিবন্ধন সহজেও সংগৃহীত হইত। মহামতি আকবর আত্মরাজ্য দৃঢ়কায় করিবার নিমিত্ত হিন্দু মুসল্‌মান উভয় জাতীকে তুষ্ট রাখিয়াছিলেন। হিন্দু ভূস্বামীগণ স্বীয় রাজস্ব রাজকোষে প্রেরণপূর্ব্বক সুখ স্বচ্ছন্দে আপনাপন রাজ্য ভোগ করিতেন। ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে বঙ্গবিজয়ের পর ঐ দূরদর্শী ও আচারজ্ঞ সম্রাট বঙ্গের কিঞ্চিদূর্দ্ধ এক কোটী টাকা রাজস্ব স্থির করিয়া দেন। এবং তৎপরে ১৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ রাজস্বের আর পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঐ সুরাজ্যে অধিবাসীর সংখ্যা ও কৃষিকার্য্যের সমধিক্ উন্নতি লাভ হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের অপকর্ষকালে মহাপুরুষের আচারাবলি দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং ১৭২২ খৃষ্টাব্দাবধি রাজ্যশাসন উঠিয়া গিয়া রাজদস্যুবৃত্তি সংস্থাপিত হয়। উক্ত সময় হইতে ১৭৬৩ শাল পর্য্যন্ত বঙ্গরাজ্যের কর ঊর্দ্ধ দুই কোটী টাকা হইয়া উঠে। যে সকল জমীদার ঐ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করদানে অশক্ত বা অস্বীকৃত হইতেন তাঁহাদের দুর্গতির একশেষ ছিল। অর্থনাশ ও শারীরিক শাস্তি উভয় দণ্ড ভোগ করিতে হইত, সম্পত্তিচ্যুত হওনের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। জাফের খাঁ নামক বাঙ্গালার জনেক শাসন কর্ত্তা তদধীন অধিকাংশ জমীদারকে বিষয়চ্যুত করিয়া স্বীয় কর্ম্মচারী দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করতঃ আত্মসাৎ করিত। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে এত অত্যাচারে ও দুর্নিয়মে কেহ, কখন ভূস্বামীগণের অধিকার স্বত্ব অস্বীকার করিতে পারে নাই। গৌন বা অগৌনেই হউক তাঁহাদিগকে স্ব স্ব অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই অবস্থায় বঙ্গ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে পতিত হয়। প্রথমতঃ ইহাঁরা রাজস্ব সংগ্রহ বিধির পরিবর্ত্তন করেন নাই, মুর্শিদাবাদস্থ রেসিডেণ্টের অধীনে থাকিয়া দেশীয় কর্ম্মচারীরা রাজস্ব আদায় করিতেন। ১৭৭২ অব্দে এই নিয়মের পর্য্যবসান হয়। রাজকোষ মুর্শিদাবাদ

হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং মন্ত্রীসভা সমবেত গবর্ণর জেনেরলের তত্ত্বাবধারণে থাকে। তৎসময়ে ওয়ারেণ হেষ্টিংস এদেশের রাজপ্রতিনিধি হইয়া আইসেন এবং অত্রত্য রাজকোষ শূন্য এবং দুর্ভিক্ষে প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক ধ্বংশ প্রাপ্ত দেখেন। বাঙ্গালায় আগমনকালে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্স তাঁহাকে এদেশ ধর্ম্মতঃ শাসন করিতে এবং ইংলণ্ডে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে টাকা প্রেরণ করিতে উপদেশ দেন, সহজেই যাহাতে অধিক পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ হয় তাহাই নূতন শাসনকর্ত্তার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছিল। ভূমির উৎপাদিকা ও করপ্রদায়িনী শক্তি কেবল জমীদারেরাই জানিতেন এবং ইহা কখনই বিবেচনা সিদ্ধ হয় না যে রাজদ্বারে ঐ সন্ধান মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া যাইবেন, সুতরাং যথার্থ রূপে কর সংযমনের হেষ্টিংসের কোনই উপায় ছিল না, ফলিতার্থে লর্ড ক্যানিঙের আয় কর স্থিরীকরণে যেরূপ আয়াস হইয়াছিল সে সময়ে হেষ্টিংস তদপেক্ষা অধিকতর কষ্টে পতিত হন। এই দুর্লজ্ঘ্য বিপদুদ্ধারের তিনি একটী সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। জমীদারদিগের জমীদারির প্রকৃত রাজস্বাবধারণ জন্য বাঙ্গালার সমস্ত ভূসম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের দ্বারা ৫ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করেন। যে সকল জমীদার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ কর দিতে সক্ষম হইলেন তাঁহাদেরই সম্পত্তি রক্ষা হইল, যাঁহারা অশক্ত হইলেন তাঁহারা সম্পত্তিচ্যুত হইলেন। হেষ্টিংস এই অত্যাচার কাণ্ডে জমীদারগণের অধিকার স্বত্ব অস্বীকার করিতে সাহসী হয়েন নাই। কেবল ঐ অনিষ্টাপাত করিয়াছিলেন মাত্র। যখন ভারতে বলপূর্ব্বক অর্থাপহরণ ও অন্যবিধ অত্যাচার দোষে তিনি পার্লামেণ্ট সভা সম্মুখে অভিযুক্ত হন তখন আত্ম দোষ খণ্ডনের নিমিত্ত উত্তর করেন যে, আসিয়া খণ্ডের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া ঐ মহাদেশের ব্যবহার স্থির করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃতকর্ম্ম সমর্থনের তথায় ভূয়সী প্রমাণ দেদীপ্যমান আছে।

সিরাজদ্দৌলা কি জমীদার, কি বণিক সকলেরই অর্থাপহরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অত্যাচার কাণ্ডে হেষ্টিংসের সপক্ষে বলিবার

একটী মাত্র কথা আছে, তিনি অর্থোপায় জন্য কাহাকেও বন্দীশালে নিক্ষেপ বা কাহার প্রাণবধ করেন নাই।

জমীদার পূর্ব্বদেয় রাজস্ব অপেক্ষা অধিক দিতে না পারিলে কিঞ্চিৎ উপস্বত্ব লইয়া ক্ষান্ত হইতেন ইহাতেই জমীদারের অধিকার স্বত্ব সর্ব্বথা স্বীকার করা হইতেছে। ১৭৭২ অব্দের ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বোর্ড অব ডিরেকটর্স নামীয় এক পত্রে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে এদেশীয় ভূম্যাধিকারীরা আপনাপন ভূসম্পত্তির স্বামী ও তাহাতে তাঁহাদের উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্বও লিপ্ত আছে; এবং বহু কালাবধি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তৎসম্পত্তি উপভোগ করায় জমীদারেরা স্ব স্ব বিভাগে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন ও প্রজাদিগের অনুরাগ ভাজনও হইয়াছেন। স্বার্থসাধন নিমিত্ত হেষ্টিংস এই অন্যায় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করাই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য, জমীদারগণের স্বত্বলোপ করার বাঞ্ছা ছিল না। হেষ্টিংসের বিচার কালীন হাউস অব কমন্স, জমীদারের স্বত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতাবলম্বন করেন। "বঙ্গদেশের আইন ও রীত্যনুসারে সমস্ত ভূসম্পত্তি দায়াদ এবং কিয়ৎ পরিমাণ বাদে সমস্ত ভূমিই কতকগুলি দেশবাসী জমীদার বা ভূস্বামীর করতলস্থ। ইহাঁদের অধীনে তালুক ও প্রজার জোতস্বত্ব আছে। 'ঐ ভূস্বামীরা জাতিতে হিন্দু। দানে বিক্রয়, উত্তরাধিকারিত্ব বা বহুকালাবধি পুরুষ পুরুষানুক্রমের অধিকার সূত্রে তাঁহারা স্বীয় সম্পত্তিতে সত্ববান। বঙ্গরাজ্য ২০০ বর্ষের সমধিক কাল মোগলদিগের অধীনে ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিকালে ভূস্বত্বের অপলাপ হয় নাই। মোগল সম্রাটের দান পত্র বলে বা বন্দোবস্ত ক্রমেই হউক জমীদারগণ আত্মসম্পত্তি লাভ করেন এবং স্বীয় রাজস্ব দানে পরম সুখে আত্মরাজ্য ভোগ করিতেন। ঐ রাজস্বকে আসল জমা বলিত এবং উহা ১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৭৪০ অব্দ পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। অপিতু হেষ্টিংস স্বকীয় লিপিসমূহে পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন যে জমীদারদিগের প্রত্যেকের স্বীয় ভূসম্পত্তিতে অধিকার স্বত্ব আছে, অধিকন্তু বলিয়াছেন যে উক্ত

স্বত্ব ব্যতীত দেশের শ্রম শীলতা পরিবর্দ্ধন বা শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় না। এবম্প্রকার অধিকার স্বত্বের অবমাননা করিয়া হেষ্টিংস্ বাঙ্গালার ভূসম্পত্তি ৫ বৎসরের নিমিত্ত অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং এই প্রকারে স্বীয় ক্ষমতার অন্যায় ও যথেচ্ছ পরিচালনা দ্বারা তিনি বঙ্গ-দেশের ভূমিগত সম্পত্তি অপরের হস্তে সমর্পন করিয়াছেন"।

আত্ম রক্ষা হেতুও হেষ্টিংস্ জমীদারগণের অধিকার স্বত্ব নাই বলিতে সক্ষম হয়েন নাই। তাঁহার ভারতবর্ষ ত্যাগের পূর্ব্বে জমীদার-গণকে স্ব স্ব সম্পত্তিতে পুন স্থাপিত করণাভিপ্রায়ে মহামান্য পার্ল্যা-মেণ্ট হইতে এক বিধি প্রচারিত হয়। তৎসম্বন্ধে তিনি আপন শাসন কালের সমালোচনায় নিবেশ করিয়াছিলেন যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও মান-সিক অক্ষম জমীদারবর্গের তত্বাবধারক নিযুক্ত বা সাধারণতঃ জমী-দারগণের অপব্যয় নিবারণোপায় স্থির না হইলে, তাঁহাদের পুনরভি-ষেক বৃথা হইবে। কিছু কাল মধ্যে হয়ত সকলকেই সম্পত্তিহীন হইতে হইবে নতুবা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংগ্রহ নিয়মের সৈথিল্য প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। পার্ল্যামেণ্ট কৃত বিধির ন্যায়পরতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু আত্ম দোষ স্খালন হেতু স্বকৃত কার্য্য জমীদারের হি-তসাধনার্থ হইয়াছিল বলিতে বাধ্য হইলেন।

১৭৮৪ শালের গ্রথিত নূতন আইনের বিধানে যদিও জমীদারদিগের ক্ষতি পূরণের কোন ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু উক্ত আইন চিরস্থায়ী বন্দো-বস্তের মূলীভূত কারণ হইয়াছিল। তৎপাঠে কোর্ট অব ডিরেকটর্স বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাকে লিখিয়া পাঠান যে পূর্ব্ব রাজস্বাবধারণ ও সংগ্রহ দেখিয়া জমীদারগণের স্থায়ী রাজস্ব নির্দ্ধারণ ও অধীনস্থ তালুক-দার প্রভৃতি স্বত্ববান্ প্রজাবর্গের দেশীয় আচার ক্রমে স্বত্ব নিরূপণ করাই ঐ বিধির উদ্দেশ্য, অতএব তিনি তদনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবেন। কোর্টের অনুজ্ঞা যথাবিহিত প্রতিপালিত হইয়াছিল। হার্টিংটন সাহেব তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন যে লর্ড কর্ণওয়ালিস এই আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্র সকল জিলার জমীদার ও প্রাজবর্গের পুরাতন ও আধুনিক অবস্থা; মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পূর্ব্বে উভয়ের স্বত্ব, রাইয়ৎ

ও পত্তনিদার প্রভৃতির কর বন্দোবস্তের আচার ব্যবহার নিরূপন, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব কালের ও তৎপূর্ব্বস্থ অতিরিক্ত ও অন্যায় করের সমীকরণ ও তন্নিবারণার্থ সদুপায়োদ্ভাবন, এবং প্রজাবর্গকে স্ব স্ব স্বত্বে স্বাব্যস্থ করণ ও কর সংগ্রহের দোষ বিমোচনার্থ নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করণ মানসে তত্ত্বানুসন্ধান আরম্ভ করেন। শোর সাহেব (পরে যিনি লর্ড টিন্‌মৌথে নামে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হয়েন) ঐ তত্ত্বের ফল সমুহ আপন মন্তব্যলিপিতে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে জমীদার হইতে কৃষিজীবি প্রজার স্বত্ব পর্য্যন্ত সবিশেষ নিদর্শিত আছে। শোর সাহেবের মীমাংসার ফল লর্ড কর্ণওয়ালিস আইনাকারে লিপিবদ্ধ করেন, এবং উহা অদ্যাপি এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন সমুহ বলিয়া বিখ্যাত ও প্রচলিত আছে। ঐ বিধানপুঞ্জ ব্যগ্রতা বা ব্যস্ততার সহিত প্রস্তুত হয় নাই, অনেক দিন ভাব্যভবনার পর স্থিরীকৃত, ও অবশেষে কোর্ট অব ডাইরেকটার্সের এবং ইংলণ্ডীয় রাজ সভার অভিমতে এদেশে প্রকাশিত ও প্রচলিত করা হয়। বাক্য যদি অর্থবাচক হয় তাহা হইলে প্রাগুক্ত বিধান সমুহে জমীদার-বর্গের অধিকার স্বত্ব স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হইয়াছে। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতির ১৭৯২ অব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর দিনের পত্রে লিখিত আছে "আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম এই গুরুতর কার্য্যটী এই বোর্ড হইতে উদ্ভাবিত হওয়াই উচিৎ এবং উহার হিতাহিত শক্তি নিরূপণ কালে পিট্‌ সাহেবের আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকাও অতি প্রয়োজনীয়। পিট সাহেব আমাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হন এবং অনেক চিন্তার পর আমাদের মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। তৎপরে আমরা ডেস্‌প্যাচ্‌ আকারে আমাদের অভিপ্রায় কোর্ট অব ডিরেকটর্সে প্রেরণ করি"।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধান সমুহ বঙ্গীয় জমীদার ও প্রজাবর্গের স্বাধীনতা ও স্বত্বরক্ষণের মূল স্তম্ভ স্বরূপ। ১৭৯৩ শালের ১ম আইন পাঠ করিলে জমীদারদিগের অধিকার স্বত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। উক্ত রেগুলেসনে জমীদারবর্গ, তালুকদার সমুহ ও প্রকৃত ভুস্বামীগণের

প্রতি আদেশ আছে যে তাঁহারা যে জমা দিতে স্বীকার করিয়াছেন তাহার কখন পরিবর্ত্তন হইবে না এবং তাঁহাদিগের বংশাবলি নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিলে স্ব স্ব সম্পত্তি সুখে উপভোগ করিতে পাইবেন। এবং আরও উক্ত আছে যে গবর্ণর জেনরেল ভরসা করেন যে ভূস্বামীবর্গ আপনাপন সম্পত্তির জমা অপরিবর্ত্তনীয় দেখিয়া ও স্বীয় পরিশ্রম ও সুপ্রণালীমত কার্য্য নির্ব্বাহের ফল নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে পাইবেন জ্ঞানে স্বকীয় সম্পত্তির উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইবেন। এই আশু প্রচারিত অনুজ্ঞার সম্পূর্ণ ফল লাভ জন্য ইহাও জ্ঞাতব্য যে প্রত্যেক ভূস্বামী যথাসময়ে ও মুক্ত হস্তে স্বীয় রাজস্ব প্রদান ও অধীনস্থ প্রজাগণের প্রতি ন্যায়াচারণ ও সদ্ব্যবহার করিবেন।

"জমীদারগণের অধিকার স্বত্ব প্রকৃতই ছিল কি না" প্রশ্নের তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে গেলে দেখা আবশ্যক কর্ণওয়ালিসের সময়ে এ বিষয়ের অবধারণ হইয়াছিল কিনা? তিনি এতর্কের মীমাংসা করিয়া যান এবং তাহার ফল ১৭৯৩ শালের বিধান রাশি। তাঁহার সময়েও অধিকার স্বত্ব লইয়া অতত্র্য রাজপুরুষগণের মধ্যে মতভেদ হয়। সেরাস্তাদার গ্রাণ্ট বলেন জমীদারেরা কেবল কর সংগ্রহকারী ভৃত্যবৎ (গোমস্তা) ছিলেন, তাঁহাদের ভূমিতে কোন স্বত্ব ছিল না; গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া সমস্ত ভূসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পারেন। ভাগ্যক্রমে লর্ড কর্ণওয়ালিস ও তাঁহার মন্ত্রিসভা এবং কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এই দুরূহ প্রস্তাবে অনুমোদন করেন নাই। ডিরেকটর্স দিগের ১৭৮৮ শালের ২১এ আগষ্ট দিনের পত্রে লিখিত আছে যে আমরা গ্রাণ্টের জমীদারগণের অধিকার স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রস্তাব মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। রাজস্ব বিভাগের সভা যদি গ্রাণ্টের উপদেশ মত ঘোষণা পত্র দ্বারা ভূস্বামীগণের বংশ পরম্পরাগত অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া অস্মদ্দেশীয় জাতীয় বিশ্বস্তুতা ও মান্য নষ্ট করিতেন তাহা হইলে আমরা বঙ্গের প্রধানতম শাসন-কর্ত্তা ও তৎপরিচারক সভার উপর দোষারোপ করিতাম। রাজস্ব

সভা এবিষয়টীকে যে প্রকার লঘু জ্ঞান করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। আমাদের বোধ হয় অনেক জমীদার দুই শতাব্দীর উর্দ্ধ কালার্জ্জিত সম্পত্ত্যধিকারীর বংশ সম্ভূত; ইংলণ্ডীয় পার্ল্যামেণ্ট সভা বংশ পরম্পরাভোগাধিকৃত সম্পত্তিকে তালুক বলিয়া বারংবার স্বীকার এবং গ্রাহ্য করিয়াছেন। আমাদিগের বঙ্গবিজয়াবধি বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট ও দেওয়ানি আদালত প্রাগুক্ত ব্যবস্থা পুনঃ পুনঃ অবলম্বন করিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ স্বত্বে আমরা গ্রাণ্টের মতাবলম্বী হইয়া, ব্যবস্থা প্রদত্ত ক্ষমতার অস্বাভাবিক প্রয়োগ দ্বারা ঐ বৃহৎ রাজ্যের ভূসম্পত্তির লোপ করিতে পারি না"।

যদিও বৃটিষ গবর্ণমেণ্ট জমীদার বর্গের স্বত্ব যথাবিধি লিপিসংযুক্ত করেন নাই, কিন্তু উল্লিখিত সত্ব ধর্ম্মাসন হইতে ভূয়োভূয়ঃ স্বীকৃত হওয়া হেতু ভূস্বামীরা সাব্যস্ত করিয়া থাকেন যে ঐ স্বত্বে তাঁহারা স্বত্ববান এবং কর্ণওয়ালিসের ঘোষণায় ঐ প্রশ্নের শেষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, এমন্ কি তিনি ভূস্বামী শব্দের অনিশ্চয়তা দূরীকরণার্থ ১৭৯৩ অব্দের ২ য় রেগুলেসনে বলিয়াগিয়াছেন যে ভূমির অধিকার স্বত্ব ভূস্বামিগণে বর্ত্তমান আছে। এই ব্যবহারাবলি প্রচলিত থাকিতে জমিদারগণের স্বত্বের অস্বীকার বা বিলোপ যে সাধ্যায়ত্ত বা কর্ত্তব্য তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। মহোদয় ইলবর্ট ঐ ঘোষণা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখা যাউক। তিনি অধিকারী শব্দের অর্থ অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন, বলিয়াছেন লর্ড কর্ণওয়ালিস কৃত বিধান সমূহে অধিকারী শব্দ ইংরাজ দিগের রেটীং আক্‌টের স্বামী শব্দের ব্যাখ্যানুরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। রেটীং আক্‌টে করসংগ্রহের নিমিত্ত যে অর্থে ব্যক্তি (স্বামী) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কর্ণওয়ালিসের রেগুলেসনে জমিদারগণ সেই অর্থে অধিকারী স্থির হইয়াছেন; কেবলই রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন এবং ভূস্বামী ইত্যভিধান প্রয়োগ করেন। ইলবর্ট সাহেবের জমীদারবর্গের স্বত্ব লোপ করিবার এই তর্ক কি প্রামাণিক? তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে প্রকৃত অধিকারী স্থির করণের ক্লেশাপনোদনের নিমিত্ত

রেটীং বিধিতে স্বামী শব্দ উপর্য্যুক্তার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। লর্ডকর্ণওয়ালিসের বিধানরাজী রেটীং বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। কর্ণওয়ালিস প্রকৃত ভূস্বামিগণের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিয়া যান। ব্যবহারাজীব ইলবর্ট যে বলিয়াছেন কর্ণওয়ালিস করসংগ্রহকারী জমিদারগণকে "অধিকারী" উপাধি মাত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা অমূলক, অযৌক্তিক ও লোমহর্ষক।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস তাঁহাদিগের প্রথম নামকরণ করেন, ফক্স সাহেবের ১৭৮৩ শালের ইণ্ডিয়া বিলে ও পিট্ সাহেবের ১৭৮৪ শালের আক্‌টে "অধিকারী" উপাধের নির্দ্দিষ্ট আছে। কর্ণওয়ালিস জমীদারগণের কেবল সংস্থাপন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন মাত্র। ইলবর্ট সাহেব "অধিকারী" শব্দের আর একটী অর্থ দিয়াছেন, তিনি বলেন ভূমিতে রাজার যে অনিশ্চিত স্বত্ব ছিল তাহাই কেবল জমীদারদিগকে সমর্পিত হইয়াছিল। রাজার যে কখন ভূমিতে অধিকার স্বত্ব ছিল তাহা আমাদের আর কখন শ্রুতিগোচর হয় নাই এই বারে এই অপূর্ব্ব কাহিনী প্রথম শ্রুত হইলাম। মোগল রাজ্যের কথা দূরে থাকুক হেষ্টিংস বা কর্ণওয়ালিস একথা কখন জিহ্বাগ্রে আনেন নাই। এদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রথানুসারে রাজা কেবল রাজস্বেরই অধিকারী, ভূমি সমূহ জমীদারগণের সম্পত্তি। রাজা ভূম্যাধিকারী হইলে দিল্লীর সম্রাট কখনই জমীদারের নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিতেন না। আমরা ইলবর্ট সাহেবকে অনুনয় করিতেছি যে তিনি আত্ম মত সমর্থন জন্য তাঁহার প্রমাণাদি আমাদের সম্মুখীন করুন। জমীদারগণের অধিকারস্বত্ব যে রাজসম্ভূত নহে তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্যবহারমন্ত্রী ইলবর্ট আরও বলিয়াছেন, তর্কস্থলে যদি স্বীকার করা যায় যে ১৭৯৩ শালের ব্যবস্থাপক সভা জমীদারবর্গের অধিকার স্বত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে তৎকালে প্রজার স্বত্ব সাব্যস্ত ও নির্দ্দেশ করা হয় নাই, এবং অনির্দ্দিষ্টতা প্রযুক্ত সে স্বত্ব সমূহের অপনয়ন হইয়াছে। এ বড় চমৎকার কথা! শত বর্ষ পূর্ব্বে

যে সকল স্বত্ব বর্ত্তমান ছল, তাৎকালিক ব্যবস্থাপক সভা সেগুলির অবমাননা করাতে তাহাদের অপলাপ হইয়াছে বলিয়া শতবর্ষব্যাপী হস্তান্তরের পর ঐ অস্থাপিত, ও অস্থির স্বত্ববলে সম্পত্তি সকল অধুনাতন অধিকারীদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া এক্ষণে অপর হস্তে নিক্ষিপ্ত হইবে। কাহাদের হস্তেই বা বর্ত্তিবে? যাঁহারা পূর্ব্বাধিকারী ছিলেন তাঁহারা পাইবেন না, যে সকল ব্যক্তি ঐ সকল সম্পত্তির কখন অধিকারী ছিলেন না এবং এক্ষণে হইতেও চাহেন না তাঁহাদের হস্তেই নীত হইবে। ইলবর্ট সাহেবের হেতুবাদ ভিন্ন স্থলেও ভুল হইয়াছে। ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে যে, যে সময়ে জমীদারগণের স্বত্বাবধারণ হইয়াছিল তখন প্রজার কথা উল্লেখও হয় নাই। ১৭৮৪ শালের বিধানে এবং তৎসম্বলিত কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সের পত্রে কেবল জমীদারের সহিত বন্দোবস্তেরই কথা লিখিত ছিল এমত নহে পরন্তু দেশীয় আচার ব্যবহার ক্রমে ভূমিসংক্রান্ত যে কোন স্বত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছিল সে সমুদায় সাব্যস্ত করিবার আদেশ ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস ঐ সমুদায় স্বত্ব নির্ণয় করা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানও করিয়া যান। ইল্‌বর্ট মহোদয় এই কথা বলিবার পূর্ব্বে যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমস্ত কাগজ পত্রাদি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন তাহা হইলে তিনি কখনই এমন ভ্রমকূপে পতিত হইতেন না।

আমরা স্বপক্ষ সমর্থন হেতু সোর সাহেব রচিত মন্তব্য লিপিতে প্রজা স্বত্ব নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বলিয়াছেন যে "আমি এক্ষণে জমীদার তালুকদার প্রভৃতি রাইয়তগণের উপর অত্যাচার নিবারক নিয়ম সকল লিপিবদ্ধ করণ মানসে তন্ত্রের তৃতীয় প্রসঙ্গে অবতরণ করিলাম। প্রথমেই জমীদার, তালুকদার এবং রাইয়তদিগের স্বত্ব সাব্যস্তের প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমি প্রকৃত বিষয়গুলি একত্রীভূত করিয়া তদনুবর্ত্তী সিদ্ধান্ত সমস্তি যথাক্রমে ও যথাস্থানে সন্নিবেশ করিব।

"জমীদারগণ আপনাপন সম্পত্তির অধিকারী। যে সকল সম্পত্তি তাঁহারা স্বীয় ধর্ম্মসঙ্গত উত্তরাধিকারবলে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার বিপর্য্যয় বা লোপ শাসনকর্ত্তার অকরণীয় কার্য্য। জমীদারগণের ভূসম্পত্তি বিক্রয় বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং আমাদের দেওয়ানী পাইবার পুর্ব্বেও ঐ ক্ষমতা পরিচালনার প্রমাণ আছে।"

"রাজস্বাবধারণ বিষয়ে রাজপুরুষগণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহারা ক্ষেত্রোৎপন্নদ্রব্যজাতের অংশ নির্ণয়ান্তর রাজস্ব অবধারণ করেন। প্রজাদিগের স্বত্ব দুষ্প্রমেয় ও অনিশ্চিত। আকবরের শাসন কালে জমীদারগণ যে রাজস্ব দিতেন তাহা জাফের খাঁর পুর্ব্বাবধি স্থির থাকায় তাঁহাদিগের প্রজা পীড়নের আবশ্যক হয় নাই। জমীদারবর্গের নিকট হইতে করসংগ্রহের নিয়ম বিবিধ হওয়ায় প্রজাদিগের করাদায়ের নিয়মও বহুল হইয়াছিল। বোধ হয় পুর্ব্বে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ও অবস্থাভেদে কর স্থির হইত। কিন্তু জমীদারেরা পুর্ব্বাবধি নিরূপিত করাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক কর প্রজাবর্গের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতেন। রাইয়ৎদিগের বহুকালায়ত্ত ভোগাধিকার সূত্রে স্বীয় কর্ষিত ভূমিতে জোত স্বত্ব জন্মিত এবং জমীদার তাহার লোপ করিতে পারিতেন না। ঐ স্বত্ব প্রজা বিক্রয় বা বন্ধক দিতে পারিত না এবং এই অসামর্থ্য জন্য তাহাদের স্বত্ব, অধিকার স্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র ও অনিশ্চিত। জমীদারদিগকে ধার্য্য রাজস্বের অধিক দিতে হইলে তাঁহারা ঐ অধিকাংশ প্রজার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতেন। আমরা যদি জমীদারগণের স্বত্ব একবার অস্বীকার করি তাহা হইলে তদধীন তালুকদার বা ভূস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজাবর্গের ভূস্বত্ব এক কালে লোপ হয়। বঙ্গের প্রত্যেক বিভাগে যেখানে কর অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই তথায় কর নিয়মিত হারে সংগৃহীত হইত। কোন কোন জিলায় প্রত্যেক পল্লীর পৃথক্ পৃথক্ কর অবধারিত ছিল। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উৎপন্ন দৃষ্টে করের হার স্থির হইত। ভূমির নানাবিধ ও মূল্যবান শস্যোৎপাদিনী শক্তি দেখিয়া করের হ্রাস

বৃদ্ধি স্থির হইত। কোন কোন স্থলে ভূমি পরিমাণ পূর্ব্বকও কর স্থির হইত।• আক্‌বরের অমাত্য তুরীমল বোধ হয় ঐ রূপ পরিমাণ ফল লইয়া বঙ্গের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।"

"প্রথম পরিমাণ সময়ের অবধারিত কর ক্রমে বর্দ্ধিত হইত এবং তৎপরবর্ত্তী পরিমাপের সময় ঐ বর্দ্ধিত হার চলিত হার বলিয়া পরিগণিত হইয়া যাইত। যখন করের পরিমাণ অত্যধিক হইয়া উঠিত তখন হয় প্রজা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইত নতুবা জমীদার সুলভ করে অন্য ভূমি পূর্ব্বজোত ভূমির সংশ্লিষ্ট করিয়া দিতেন। কখন কখন পরবর্ত্তী পরিমাণের সময়ে বর্দ্ধিত করাপেক্ষা অধিক কর, প্রচলিত হইত। কোন নির্দ্দিষ্ট হার না থাকিলে পার্শ্ববর্ত্তী ও নিকটস্থ গ্রামের করের হার দেখিয়া হার স্থির হইত, কিন্তু এই ব্যাপার বহু আয়াস সাধ্য হইয়া পড়িত। জমীদার ও প্রজা উভয়েই গোলযোগ আরম্ভ করিয়া কর স্থির সম্বন্ধে ক্লেশ উপস্থিত করিতেন কিন্তু পরিশেষে উভয়ে সামঞ্জস্য দ্বারা করাবধারণ করিতেন। প্রজার স্বত্ব সম্বন্ধে আর দুইটী প্রয়োজনীয় প্রভেদ দৃষ্ট হয়।"

"১ম, গ্রাম বাঁসী প্রজার বহুকালাবধি ভোগাধিকার থাকা প্রযুক্ত আপন জোত ভূমিতে অন্য প্রজাপেক্ষা বলবৎ স্বত্ব জন্মায়। এবম্প্রকার প্রজাকে মৌরুসী প্রজা বলে এবং ইহারাই অন্য রাইয়ৎ অপেক্ষা অধিকতর কর দান করে।"

"২য়, ভিন্ন গ্রামবাসী প্রজা যাহাদিগকে পাইকস্তা রাইয়ৎ বলে। এই প্রজার ভূমিতে কোন স্থির স্বত্ব না থাকা প্রযুক্ত তাহারা গ্রামবাসী প্রজাদিগের মত অধিক কর দিতে স্বীকৃত হইত না এবং উৎপীড়িত হইলে ভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত।"

"প্রজাগণ লিখিত বা মৌখিক নিয়মানুসারে কর দিত। লিখিত নিয়ম পত্রকে পাট্টা বলে। ঐ পাট্টায় ভূমির জাতি, প্রকার, ভূমি গ্রহণের সর্ত্ত ও করের সমষ্টি লিখিত থাকে এবং সময়ে সময়ে পরগণার বা পল্লীর আচার, পূর্ব্ব করের হার ও তৎপূর্ব্বাধিকারীর রাজস্ব উল্লিখিত হইত। মৌখিক নিয়ম স্থানানুসারে নিশ্চিত বা অনিশ্চিত

হইত। চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থলে যেখানে ঐ নিয়ম নিশ্চিত ছিল তত্রত্য প্রজাবর্গ ১৭৬৭ শালের পরিমাণের সময় যে হার স্থির হয় সেই হারে বর্ষে বর্ষে কর দিত। নদীয়া প্রভৃতি স্থলে যেখানে নিয়মের স্থৈর্য্য ছিল না তথায় পুর্ব্ব কি ততোধিক পূর্ব্ব বর্ষের হারে কর সংগৃহীত হইত। ঢাকা বিভাগের উত্তরাঞ্চলে শস্য কর্ত্তনের সময় জোত ভূমি সকল পরিমিত হইয়া তৎপরিমাণ ফল দৃষ্টে কর নির্দ্ধারিত ও সংগৃহীত হইত। খুদ্‌কস্তা রাইয়ৎদিগের পাট্টার সময় নিরূপিত থাকিত না, কেবল বর্ষ বর্ষ নিয়মিত হারে রাজস্ব দিয়া আসিলেই ভূমি উপভোগ করিতে পারিত। এই ব্যবহার মূলে জোত স্বত্বের উৎপত্তি হয়। ঐ স্বত্ব একবার জন্মিলে প্রজা স্বীয় জোত ভূমির কোন অংশ পরিত্যাগ করিতে বা জমীদারের বিনানুমতিতে ঐ ভূমিতে শস্যান্তর বপন করিতে পারিত না। এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে প্রজার স্বত্ব লোপ হইত।"

"পাইকস্তা প্রজাগণের স্বত্ব নিতান্ত অনিশ্চিত ছিল। উহাদের পাট্টার সময় নিরূপিত থাকিত; উক্ত পাট্টার লিখিত সর্ত্ত অমনোনীত হইলে প্রজা স্বীয় জোত ভূমি ত্যাগ করিত।"

সোর সাহেবের তত্ত্বের ফল সংক্ষেপে এই।

১। জমীদারগণের ভূমিতে অধিকার স্বত্ব আছে।

২। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাচারে আত্ম রাজস্ব স্থির করিতে সমর্থ।

৩। রাইয়ৎ দ্বিবিধ। গ্রামবাসী ও ভিন্ন গ্রামবাসী।

৪। ভিন্ন গ্রামবাসী প্রজা সকল উঠ্‌বন্দি প্রজা।

৫। বহুকাল আবাস হেতু গ্রামবাসী প্রজাগণের জোত স্বত্ব জন্মাইত কিন্তু এ স্বত্ব অধিকার স্বত্ব হইতে পৃথক্। প্রজার স্বীয় স্বত্ব বিক্রয় বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না।

৬। গ্রামবাসী প্রজা আপন জোত ভূমির কোন অংশ পরি-ত্যাগ করিতে পারে না, অথবা জমীদারের বিনাভিপ্রায়ে কৃষিকার্য্যের প্রকার ভেদ করিলে স্বীয় স্বত্ব হারাইত।

৭। সকল প্রজা (খুদকস্তা ও পাইকস্তা) লিখিত বা আচা-রানুযায়ী চুক্তি অনুসারে কর দিয়া ভূমি জোত করিতে পাইত। জমীদারেরা ঐ নির্দ্ধার্য্য রাজস্বের উপর অতিরিক্ত কর ইচ্ছামত স্থাপন ও গ্রহণ করিতেন।

৮। করের সমষ্টি পীড়াদায়ক হইলে প্রজা জোত ভূমি পরিত্যাগ করতঃ অন্যত্রে চলিয়া যাইত।

৯। করের হার উৎপন্ন শস্যের উপর নির্ভর করিত এবং সাময়িক ভূমি পরিমাপের সহিত পরিবর্ত্তিত হইত; কোন কোন স্থানে সাম্বৎ-সরিক শস্য সংগ্রহের সহিতও হইত।

জমীদার প্রজার নিকট হইতে ফসলের অর্দ্ধেক হইতে তৃতীয় চতুর্থাংশ (¾) পর্য্যন্ত কর রূপে গ্রহণ করিতেন এবং করদানে অবহেলা করিলে প্রজার কায়িক দণ্ড দিতে সক্ষম ছিলেন। এই যদি বঙ্গের প্রকৃত পূর্ব্বাবস্থা হয় তাহা হইলে এক্ষণকার রাজপুরুষেরা তাৎকালিক বঙ্গকে যে অনুপম সুখময় স্থান মনে করিতেছেন সেটী তাঁহাদের ভ্রম মাত্র। ইলবর্ট সাহেব বলিয়াছেন লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রজার স্বত্বকুল নির্দ্ধারণ করিয়া যান নাই বরং সে গুলিকে অধিকতর অন্ধকারময় করিয়া গিয়াছেন; কোন কোনটী বা বিলুপ্ত করিয়া গিয়াছেন। ভালই, কিন্তু কৈ ইলবর্ট সাহেব সে সময়ে প্রজার কি কি স্বত্ব ছিল তাহার নিরূপণ করিয়াছেন কি? যদি সোর সাহেবের মীমাংসাকে বলবৎ রাখা যায় তাহা হইলেও উক্ত মীমাংসায় প্রজা স্বত্বের অস্পষ্ট ও অশুভ বিবরণ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। ভিন্ন গ্রামবাসী প্রজা কেবল ইচ্ছারূপী রাইয়ৎ ছিল; গ্রামবাসী (খুদকস্তা) প্রজাদিগের অবস্থা এক্ষণ অপেক্ষা ক্লেশকর ছিল। ইচ্ছা হইলেই জমীদার শেষোক্ত প্রজাগণকে উৎপীড়ন করিয়া অধিক কর সংগ্রহ করিতে পারিতেন। সোরের মন্তব্য লিপিতে খুদকস্তা প্রজা সম্বন্ধে এই মাত্র শুভকর বৃত্তান্ত

লেখা আছে যে তাহাদের জোত স্বত্ব ছিল কিন্তু উহা অধিকার স্বত্ব হইতে পৃথক ; প্রজা যত দিন নিয়মিত কর দিতে পারিত তত দিন সেই জোত স্বত্ব উপভোগ করিত, বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে পারিত না। এতৎ পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে গ্রামবাসী (খুদকস্তা) প্রজাবর্গ অন্য প্রজাপেক্ষা সুলভ করে ভূমি পাইত না অপিতু ভিন্ন গ্রামবাসী প্রজা হইতে অধিক কর দিতে হইত। তাহাদের কর ভূমি পরিমাণ পূর্ব্বক অথবা উৎপন্ন শস্যের মুল্যের তারতম্যানুসারে বর্দ্ধিত হইত। জমীদার স্বেচ্ছাচারে জোতের কর বৃদ্ধি করিতে পারায় জোত স্বত্বের গুরুত্বের লাঘব হইয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রজা স্বত্বরক্ষণার্থ সাতিশয় দক্ষতা ও সুবুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এদিকে জমীদারদিগকে স্বীয় স্বত্বে অধিষ্ঠান মানসে অধিকার স্বত্ব প্রদান করিলেন ও ঐ স্বত্বে কখন কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না বলিয়া অঙ্গীকার পাশে বদ্ধ হইলেন, ওদিকে প্রজা স্বত্ব স্থির রাখিতে প্রজার উপর নূতন নূতন কর সংস্থাপনের প্রথার লোপ করিলেন। এতদ্দ্বারা কর্ণওয়ালিস ভূস্বামিগণের প্রভূত্বের হ্রাস করিয়াছিলেন। উহাঁরা স্ব স্ব অধিকার মধ্যে দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিচার করিতে অশক্ত হইলেন। ফৌজদারী কর সংগ্রহ তাঁহাদের হস্ত হইতে উঠিয়া গেল এবং প্রজাবর্গের করাদায়ের নিমিত্ত দৈহিক শাস্তি এককালে নিবারিত হইল। প্রজা রক্ষা হেতু স্থানে স্থানে দেওয়ানী আদালত সংস্থাপিত হইল এবং ঐ বিচারাসনে জমীদার ও প্রজার নিয়োগের বিচার হইতে লাগিল, জমীদার আর পূর্ব্বের মত আত্মানুরূপ মীমাংসা করিতে পাইলেন না। এই অনুষ্ঠানে দেশে আইনের আবির্ভাব এবং প্রজাবর্গের স্বাধীনতার বীজ রোপিত হইল। কর্ণওয়ালিস প্রথমতঃ প্রজাগণকে জমীদারের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া তৎপরে তাহাদের স্বত্বের নিরাকরণ করিলেন। যে সকল অধীনস্থ তালুকদার জমীদারের নিকট দান বা বিক্রয় দ্বারা আপন তালুকে অধিকার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কর্ণওয়ালিস তাহাদের কর স্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয় করিয়া দিলেন। খুদকস্তা রাইয়ৎ জোত স্বত্ব পাইলেন এবং জমীদারকে চুক্তি বিরুদ্ধ অধিক কর

গ্রহণ করিলে দণ্ডার্হ হইবেন ভয় প্রদর্শন করতঃ অন্যায় কর সংগ্রহ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। প্রজা মাত্রেই নির্দ্দিষ্ট কর সংখ্যা সম্বলিত পাট্টা পাইবেন ও তাঁহাদের ভূম্যধিকারীর সহিত কলহ দেওয়ানী আদালতে মীমাংসিত হইবে নিয়ম স্থির করিয়া দিলেন। এই সকল সুনিয়মের নিমিত্ত কর্ণওয়ালিস এক্ষণে এত তিরস্কৃত হইতেছেন। নূতন স্বত্ব সৃষ্টি না করিয়া পুরাতনগুলির অবধারণ ও রক্ষা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যে সকল মন্তব্যলিপি প্রকাশ করিয়াছেন তৎপাঠে তাঁহার জমীদারদিগের উপর বিশেষ আনুরক্তি থাকা বোধ হয় না বরং প্রজা পক্ষে সহানুভূতি দৃষ্ট হয়। যতই হউক ন্যায়াচরণই তাঁহার কল্প ছিল। প্রজাবর্গের রক্ষা জন্য তিনি জমীদারগণের স্বত্ব লোপ করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন নাই। কার্য্যফল দেখিয়া যদি ক্রিয়ার সদসৎ গুণ প্রমাণ সিদ্ধ হয় তাহা হইলে ভারতের অন্য বিভাগ অপেক্ষা বঙ্গীয় প্রজার উন্নতি তাঁহার দূরদর্শিতার ও প্রখর বিবেক শক্তির ভূয়ঃ প্রমাণ। দেশের পূর্ব্ব ব্যবহার আমরা বিবৃত করিয়াছি, এক্ষণে দেখা যাউক লর্ড রিপণের করসংক্রান্ত নূতন বিধির ব্যবস্থাই বা কি? বর্ত্তমান রাজ-প্রতিনিধি গ্রাম ও ভিন্ন গ্রামবাসী উভয় প্রকার প্রজাকেই খুদকস্তা অর্থাৎ গ্রামবাসী প্রজার স্বত্ব দিতে চাহেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে গ্রামবাসীরাই কেবল খুদকস্তা প্রজা ছিল। পাট্টার সর্ত্ত বিরুদ্ধ না হইলেই নিরবচ্ছিন্নে দ্বাদশ বর্ষ ভোগ ও কর দান করিলে প্রজা মাত্রেরই অধিকৃত ভূমিতে জোতস্বত্ব জন্মাইত। ১৮৫৯ শালের বিধানে প্রাগুক্ত বিধির সূচনা হয় কিন্তু উক্ত বিধানে প্রজার স্বত্বার্জ্জন জমীদারের নিতান্ত ইচ্ছানুগামী করা হইয়াছিল, আবশ্যক হইলে জমীদার ভবিষ্যতে দত্তভূমি প্রজার নিকট হইতে পুনশ্চ ফেরৎ লইতে পারিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে লেখনীর অল্পায়াসেই জমীদারের ঐ স্বত্ব পুঞ্জ লোপ হইল। পাণ্ডুলিপিতে লিখিত আছে যে এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে যে কোন ব্যক্তি অবচ্ছেদাবচ্ছেদে ১২ বৎসর রাইয়তি ভূমি উপযুক্ত ও ন্যায্য হারে কর দান পূর্ব্বক জোত করিবে তাহার ঐ ভূমিতে চুক্তি বিরুদ্ধ হই-

লেও জোত স্বত্ব জন্মাইবে। বর্ত্তমান কর অন্যায্য ও অনুপযুক্ত সপ্রমিত না করিতে পারিলে উক্ত হার উপযুক্ত ও ন্যায্য জ্ঞান করিতে হইবে। এবারে ঐ জোত স্বত্ব জমীদারের বিনানুমতিতে প্রজা বন্ধক ও বিক্রয় দিতেও করিতে পারিবে। সমস্ত স্থাপিত চুক্তি নষ্ট করা এবং সমস্ত প্রজাকেই আধুনিক করে জোত সত্ব প্রদান করা নূতন আইনের স্থূল তাৎপর্য্য। নূতন তন্ত্রের এই খানেই শেষ নহে আরও একটু চমৎকারিত্ব আছে। জমীদারের প্রাপ্য কর যতই অল্প হউক না কেন তিনি তাহা কখনই বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না, প্রজা ইচ্ছা পূর্ব্বক বৃদ্ধি দিতে চাহিলেও তিনি বর্দ্ধিত কর লইতে অক্ষম হইবেন। কর বৃদ্ধি বিষয়ক সমস্ত চুক্তিই নিষ্ফল হইবে। জমীদার কর বৃদ্ধি করিতে উৎসুক হইলে তাঁহাকে হয়ত দেওয়ানী আদলাতে প্রজার নামে অভিযোগ করিতে হইবে কিম্বা কর বৃদ্ধি চুক্তিমূলক হইলে রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মচারীর নিকটে যাইয়া প্রজার অভিমত কর বর্দ্ধনের চুক্তিপত্র অনুমোদিত করিয়া আনিতে হইবে। জমীদার ও প্রজা উভয়েরই উভয় সঙ্কট উপাস্থত, উভয়েরই সর্ব্বনাশ।

বঙ্গবাসীদিগের কৃষি বিষয়িণী স্বাধীনতা আর রহিল না, দেওয়ানী আদালত অথবা রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীর বিনাভিপ্রায়ে আর কৃষি-জীবীদিগের দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। এই কি পূর্ব্বতন ব্যবহারের পুনরনুষ্ঠান? সোর বলিয়া গিয়াছেন জমীদার ও প্রজা উভয়ে সামঞ্জস্যে কর নির্ব্বাচন করিবেন, গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন সমূহে জমীদার ও প্রজার মধ্যে লিখিত চুক্তির সংখ্যা বর্দ্ধনের উত্তেজনা স্পষ্টই প্রতীয়মান রহিয়াছে। ঐ সময়ের কোন বিধানেই ভূস্বামী ও প্রজার কার্য্যে শাসনকর্ত্তার হস্তক্ষেপের বিষয় লিখিত নাই অধিকন্তু সে ক্ষমতা বর্জ্জনের কথা পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ করা আছে। অধুনাতন গবর্ণমেণ্টের যে কি কারণে মত বৈপরীত্য হইতেছে তাহা আমাদের বুদ্ধির অনতিক্রমণীয়। শতবর্ষ ইংরাজাধিকারের পর বঙ্গীয়

প্রজা কি এমন উৎপীড়িত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে যে তাহাদিগকে আর জমীদার হস্তে অর্পণ করিতে বিশ্বাস হয় না, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে? ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুত সর আসলি ইডনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করিলে প্রজাদিগের সমধিক উন্নতিই সপ্রমিত হয়। তিনি ১৮৭৭ অব্দে পূর্ব্ব বাঙ্গালা পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রথম আগমন কালে প্রজাবর্গকে যেরূপ দরিদ্র ও উৎপীড়িত এবং ভূমির উৎকর্ষ সাধনে অনিচ্ছু দেখিয়াছিলেন তদপেক্ষা তাহাদের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন। তাহারা এক্ষণে পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের প্রজাগণের সমতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সবলকায় হইয়াছে, উত্তম পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত হইয়াছে, স্বাধীন ভাবাবলম্বন করতঃ আত্মশ্রমলব্ধ ফল নির্ব্বিঘ্নে উপভোগের উপায় শিক্ষা করিয়াছে। যদি এই কথাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে বা এই প্রাবীড় পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? যদ্যপি এত দিন জমীদারের কার্য্য প্রণালীতে প্রজার এত উন্নতি সাধন হইয়া থাকে তবে ১৮৮৩ শালে জমীদারপুঞ্জ এমন কি কুব্যবহার দোষে লিপ্ত হইয়াছে যে তাহাদের হস্ত হইতে কার্য্যভার উঠাইয়া লইয়া গবর্ণমেণ্টর রাজস্ব কর্ম্মচারিগণের করে অর্পিত হইতেছে। বাঙ্গালা সম্বন্ধে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত অভিপ্রায় যে এখানে প্রজার অবস্থা অধিকতর উন্নত হইয়াছে এবং জমীদারের অত্যাচারও বিরল। এমত অবস্থায় বঙ্গের প্রচলিত আচার স্থায়ী রাখা কি কর্ত্তব্য নহে?

গবর্ণমেণ্ট প্রজার চুক্তি বিষয়ক স্বাধীনতা অপলাপ করিয়া দেশের পূর্ব্ব সংস্থিত বিধান পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহেন এবং বলিতেছেন যে পুরাকালীন বিধান পুঞ্জে প্রজা স্বত্ব সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত দুইটী ব্যবস্থা অব্যবহিত ছিল। ১ম, ধার্য্য কর ক্রমান্বয়ে দিয়া আসিলে জমীদার গ্রামবাসী প্রজাকে জোত হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিতেন না। ২য়, শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রজার দেয় কর অবধারিত হইত।

প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের অধিক বলিবার নাই। দ্বিতীয়টীর বিষয়ে আমরা নির্ভীক চিত্তে বলিতে পারি বঙ্গের শাসনকর্ত্তারা কখনই প্রজার কর নির্দ্ধারণ করিয়া দেন নাই, জমীদারেরাই চিরকাল সুস্থির করিয়া থাকেন। মোগল সাম্রাজ্যে, যে যে দেশে জমীদার ছিল না, যথা মান্দ্রাজ, সম্রাট্ সেই সেই দশে প্রজার সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতেন। সোর সাহেব ১৭৮৯ অব্দের ১৮ই সেপটেম্বর দিনের লিখিত মন্তব্য লিপিতে বলিয়াছেন যে আক্‌বরের বিধান মধ্যে রাজার প্রজার সহিত উৎপন্নের অংশানুযায়ী করাবধারণ প্রথা দৃষ্ট হয়, কিন্তু বঙ্গে এ আচার আমার দৃষ্টিপথে কখন পতিত হয় নাই। সোরের এ কথা বলিবারও কারণ ছিল। মুসল্‌মানেরা বঙ্গে জমী-দারের সহিত এবং যেখানে জমীদারাভাব সেখানে প্রজার সহিত রাজস্বের স্থিরীকরণ করিতেন। যেখানেই প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইত সেই খানেই গুরুতর গোলযোগ উপস্থিত হইত। মহাত্মা আক্‌বর স্বীয় সাম্রাজ্য পরিমাণ করতঃ প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের রাজস্ব স্থির করিবেন মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে দেখিলেন ঐ প্রণালী বহু কষ্ট সাধ্য, এবং পরিমাণ কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি গ্রামানুযায়ী রাজস্ব স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; পরে গ্রাম-বাসীরা আপনাপন মধ্যে স্ব স্ব দেয় স্থির করিয়া লইয়াছিল। সোর সাহেব উক্ত মন্তব্য লিপির শেষাংশে আরও লিখিয়াছেন যে তাঁহার মতে প্রজার করাবধারণের কার্য্য জমীদারের হস্তে থাকাই উচিত কারণ ঐ ব্যাপার এত দুরূহ যে, যে ব্যক্তি দেশের সমস্ত অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত নহেন তাঁহার দ্বারা ঐ কার্য্য সম্যক্ নির্ব্বাহিত হইতে পারে না সুতরাং শাসনকর্ত্তৃপক্ষ করাবধারণের উপযুক্ত পাত্র নহেন।

সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্বতঃই বোধ হয় যে ভূম্যাধিকারিগণ স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ করের হার স্থাপিত করিতেন এবং পরগণার হার (যাহা লইয়া এক্ষণে এত বাক্যব্যয় হইতেছে) তাঁহাদেরই কৃত। যদি জমীদার কর্ত্তৃক ঐ হারাবলি স্থিরীকৃত না হইয়া থাকে তবে কে নিরূপণ করিয়াছিল? সোর বলিয়াছেন এ বিষয়ে

গবর্ণমেণ্ট হস্ত প্রসারণ করেন নাই, তাহা হইলে জমীদার ভিন্ন অপর কোন্ ব্যক্তি লক্ষিত হইতে পারে? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমীদার নিরূপিত কর অতিক্রম করিয়া যে আবওয়াব সংগ্রহ করিতেন সোর সাহেব সে গুলিকে করের আনুষঙ্গিক অর্থাৎ কর বৃদ্ধিরূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। জমীদারেরা যদি করাবধারক না হইতেন বা সময়ে সময়ে করবৃদ্ধি না করিতে পারিতেন তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে ভূমি পরিমাণের এবং তদুৎপাদিকা শক্তি নির্ণয়ের কি প্রয়োজন ছিল? সোর কহিয়াছেন যে প্রত্যেক পরিমাণের পর ভূমির করের হার পরিবর্ত্তিত হইত এবং যেখানে করভার অসহ্য হইত প্রজা তথা হইতে পলায়ন করিত কিম্বা জমীদার প্রজার ক্ষতিপূরণ মানসে তাহাকে সুলভ হারে জোতভূমি ব্যতীত অন্য ভূমি কর্ষণ করিতে দিতেন। জমীদারের কর্ম্মচারীরা ভূমি পরিমাণ করিত। প্রত্যেক জমীদারের "হালসানা" নামক একব্যক্তি ভূমি পরিমাণের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারী থাকিত। এতাবতা জমীদার ভিন্ন অন্য কে প্রজার কর নির্ব্বাচন বা বর্দ্ধন করিতে শক্ত হইত? আমরা ইতিবৃত্তে পাঠকরিয়াছি যে পূর্ব্বে ১০।১৫ বৎসর অন্তর সাধারণ অর্থাৎ একন্দাজ মাপ হইয়া একটী করের হার স্থির হইত এবং পরবর্ত্তী মাপ পর্য্যন্ত ঐ হার স্থির ও প্রচলিত থাকিত। ঐ হারকে গ্রাম, ডিহি, পরগণা ইত্যাদি হার বলিত। যদিও ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া কর স্থির হইত কিন্তু এক গ্রামে একাবস্থ ভূমির বিবিধ কর দেখিতে পাওয়া যায়। একারণেও সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে জমীদারই প্রজার কর স্থির করিতেন, গবর্ণমেণ্ট করিতেন না। ১৭৭৬ অব্দে হেষ্টিংস সাহেবের মন্ত্রিসভার জনৈক সভ্য শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে "জমীদার ও প্রজার মধ্যে সামঞ্জস্যে কর নিরূপণ হওয়াই উচিত। করনির্ণয়ে গবর্ণমেণ্ট নানা কারণে নিতান্ত অশক্ত। ভূমির কর নির্ব্বাচন করিতে গেলে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি ও তাহাতে কতপ্রকারের শস্য উৎপন্ন হইতে পারে (গ্রামান্তরে একবিধ ক্ষেত্রে পৃথক্ পৃথক্ শস্য উৎপন্ন হয়), আপন হইতে উহার

দূরত্ব এবং জলসেকের সৌকর্য্য বিশেষ দ্রষ্টব্য; গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হওয়া দুঃসাধ্য"।

"বঙ্গে শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক কখনই কর অবধারিত হয় নাই" তর্ক সংস্থান করিতে আমরা ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিলাম; ইহাপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ মনুষ্য সাধ্য কি না জানি না।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের ভূমি সংক্রান্ত ব্যবহার সংস্করণে অতিরিক্ত কর আদায় নিবারিত হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিস জমীদারের সময়ে সময়ে পূর্ব্ব করাপেক্ষা অধিক কর ইচ্ছামত ও বল পূর্ব্বক সংগ্রহকে অত্যাচার মনে করিয়াছিলেন তন্নিবন্ধন তিনি স্বীয় মন্তব্য লিপিতে লিখিয়া যান "যে জমীদার প্রজার নিকট হইতে ধার্য্য কর ব্যতিরেকে আর কিছুই পাইবেন না এবম্প্রকার লিখিত বা মৌখিক চুক্তি অনুসারে প্রজা আপন ভূমি জোত ও অধিকার করে। জমীদারের এতাদৃক্ করারোপ বিধি, চুক্তি ও ন্যায় বিরুদ্ধ পরন্তু করদানার্জ্জিত জোত স্বত্ব, অধিকার স্বত্বের বিঘ্নকারক নহে। ভূস্বামী কৃষকের নিকট হইতে নিয়মিত করের অধিক লইতে পারেন না এবং অনেক স্থলে প্রজা তদপেক্ষা অধিক দিতেও সক্ষম নহে। জমীদার কর বৃদ্ধি করিতে পারেন কিন্তু আবওয়াব আরোপ দ্বারা কর সমষ্টি স্ফীত করিতে পারিবেন না, কারণ আবওয়াবের বৃদ্ধি হইলে প্রকৃতার্থে করের হ্রাস হইবে এবং প্রজা করাবশিষ্ট উৎপন্নাংশ লইয়া স্বীয় পৌষ্যবর্গকে প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িবে ও গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিবে।" জমীদার আত্মাবস্থার উৎকর্ষসাধনে অভিলাষী হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য প্রজা কর্ত্তৃক অধিকতর মূল্যবান শস্য বপন ও জঙ্গলময় ভূমির উন্নতি সাধনের উপায়াবলম্বন। এসম্বন্ধে জস্‌টিস্ ফীল্‌ড বলেন যখন কর্ণওয়া-লিস বলিয়াছেন যে স্থানে স্থানে করের হার প্রজার করদান শক্তির শেষ সীমা তাহাতেই তাঁহার ভাব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে এবং তৎকৃত বিধান পাঠেও উপলব্ধি হয় যে তিনি কখন জমীদার ও প্রজা কর্ত্তৃক সামঞ্জস্যে নির্দ্ধারিত করের অবমাননা করিতে অভিলাষী হয়েন নাই বরং ঐ প্রথা উজ্জীবিত করিবার উত্তেজনা প্রদান করিয়াছিলেন।

আমাদের বোধে কর্ণওয়ালিসের স্থূল তাৎপর্য্য এই ছিল যে জমীদারগণ আবওয়াব ও কর একত্র সমষ্টি করিয়া স্বীয় পাট্টায় উল্লেখ করিয়া দেন। এতদ্‌ব্যতীত জমীদারের জমি পরিমাণ বা শস্যের মূল্যানুসারে কর বর্দ্ধনের ক্ষমতা হ্রাস বা লোপ করিবার তাঁহার মানস ছিল না। ঐ নবীভূত ও বর্দ্ধিত কর স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া গ্রামের কর নামে পুনঃ পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত আখ্যাত থাকিত। রেগুলেসনের কোন স্থানে উল্লেখ নাই যে গবর্ণমেণ্ট কর অবধারণ করিবেন, জমীদার পারিবেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনতিবিলম্বেই গবর্ণমেণ্ট ও জমীদার উভয়েই যে স্ব স্ব অধিকারে পুনঃ পুনঃ কর বৃদ্ধি ও কর সংযমন করিয়াছিলেন তদ্বিষয় আমাদের অবিদিত নাই। ১৮১২ খৃঃ অব্দের ৫ আইনের বিধান পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তৎসময়ের ব্যবস্থাপক সভা কর বৃদ্ধির ক্লেশ মোচনার্থ বিবিধ নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস জমীদারের কর বৃদ্ধির ক্ষমতা হ্রাস করা দূরে থাকুক তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছাচার প্রদান অপবাদে প্রজাপক্ষাবলম্বীদিগের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। এতৎপাঠে ব্যক্তি মাত্রেরই বোধগম্য হইবে যে জমীদারগণের চুক্তি অনুসারে কর বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতার লোপ কেবল চুক্তি বিষয়ক স্বাধীনতার হ্রাস নহে অপিতু পুরাকালিক আচার ও রেগুলেসন বিধানাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য। মহানুভব রিপণের পুরাতন নিয়মের পুনঃ সংস্কারেচ্ছা আমাদের ভ্রান্তিমূলক বোধ হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে প্রজা জমীদারের বিনাভিপ্রায়ে জোত ভূমি বিক্রয় করিলে অথবা বন্ধক দিলে স্বীয় জোত স্বত্ব হারাইত এবং ১৭৯৯ শালের ৭ আইনের ১৭ অধ্যায়ের ১৫ ধারা মতে প্রজার ভূমিতে অধিকার বা বিক্রয় স্বত্ব ছিল না কিন্তু এক্ষণে নূতন পাণ্ডুলিপিতে দেখিতেছি ইলবর্ট সাহেব প্রজাকে ঐ স্বত্বে অভিষেক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রজা নিরুদ্বেগে ঐ ক্ষমতার পরিচালনা করিতে পাইবে। ক্রেতা হলজীবী না হইলেও প্রজার স্বত্ব নির্ব্বিঘ্নে ক্রয় করিতে পারিবেন। কি মহাজন, কি দরিদ্র

(দেউলে) কি ভূব্যবসায়ী সকলেই ঐ স্বত্ব ক্রয়ে সক্ষম হইবে এবং জমীদারকে তাহাদিগকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহার নাম কি পূর্ব্ব আচারমালার পুনরুদ্ধার ? জমীদারেরা যে তাঁহাদের স্বত্ব লোপে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। স্বত্বের হ্রাস হইলে নিঃসন্দেহই তাঁহাদের সম্পত্তির মূল্যেরও হ্রাস হইবেক।

গ্রাম্য মহাজনেরা প্রজার স্বত্ব ক্রয় করিবে, তাহারা স্বয়ং বা ভৃত্য দ্বারা ক্রীতভূমি কর্ষণ না করিয়া অন্য প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবে তাহাহইলে জমীদারও প্রজারমধ্যে ভিন্ন জাতীয় এক প্রকার মধ্যবৃত্ত লোকের সৃষ্টিকরা হইবেক। জমীদারকে স্বীয় প্রজা নির্ব্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করা নিতান্ত আবশ্যক নতুবা জনৈক বিখ্যাত নামা দুষ্প্রবৃত্তিশালী ব্যক্তি প্রজার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া গ্রামমধ্যে অবস্থিতি করিলে জমীদার ও প্রজা উভয়েরই শঙ্কাস্থল হইবে। কোথাও মন্দ প্রণালীতে ভূমি কর্ষণ হেতু সম্পত্তির অপকর্ষ সাধন হইতেছে দেখিয়াও জমীদারকে ঔদাসিন্যাবলম্বন করিতে হইবে, কোথাও বা তাঁহার পরম শত্রু শান্তি ও কুশল ভঙ্গ করিতেছে দেখিয়া চক্ষুঃ মুদ্রিত করিতে হইবে। জমীদারের পক্ষে এই লাভ, দেখা যাউক নূতন আইন খুদকস্তা প্রজার কি সুখ বর্দ্ধন করিবে। বঙ্গ ও বিহারের প্রায় সমস্ত প্রজাই ঋণে বিব্রত ; এক্ষণে মহাজনেরা তাহাদের জোত স্বত্ব বিক্রয় করিয়া লইতে অক্ষম ; এবং উহাদের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিলে মহাজনের কোনই উপকার নাই কারণ উহা এত অল্প ও অল্প মুল্যের যে মহাজন ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইলে তাঁহার অত্যল্পমাত্র ক্ষতি পূরণও হইবার সম্ভাবনা থাকে না সুতরাং প্রজা কষ্টে পড়িলে স্বীয় দত্ত টাকা উদ্ধারের নিমিত্ত ইচ্ছাবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাকে পুনরায় প্রজার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বর্ত্তমান আচারানুসারে প্রজার হিতেই মহাজনের হিত। নূতন বিধি অনুসারে প্রজার জোত স্বত্ব বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইলে মহাজন কি আর সুসময় প্রতীক্ষণ করিয়া প্রজাকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করিবে? কখনই না

সে জোতস্বত্ব বিক্রয় করতঃ প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও ক্ষান্ত না হইয়া তাহাকে স্বীয় কুটীর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবে। এই ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে বঙ্গের অবস্থা দাক্ষিণাত্যের সমতুল্য হইয়া উঠিবে, প্রজা বর্গ এক কালে দীন হীন হইবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন জোত স্বত্ব বিক্রয় হইলে গ্রামস্থ অন্য প্রজা ক্রয় করিবে। এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। অধিকাংশ প্রজাই নিঃসম্বল ও দুঃখী, কেহই ঘর হইতে টাকা দিয়া ঐ স্বত্ব ক্রয় করিতে পারিবে না। অতএব নূতন আইনের অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, সকল খুদকস্তা প্রজাই অবসন্ন হইয়া পড়িবে এবং ক্রমে তাহাদিগকে মহাজনের অধীনে উঠবন্দী প্রজারূপে থাকিতে হইবে।

নূতন বিধানের চমৎকারিত্বের এখনও শেষ হয় নাই। প্রজা, জমীদারের সহিত জোত ও কর সংক্রান্ত কোন চুক্তি করিতে সক্ষম হইবে না, কিন্তু জোত স্বত্ব ক্রেতা মহাজন যদৃচ্ছা প্রজাকে ইচ্ছানুরূপে সর্ত্তে আবদ্ধ করিতে পারিবে, সেই মহাপুরুষের নিকটে প্রজা শক্তিহীন, তাঁহার সহিত ব্যবহারে প্রজা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও সম্পূর্ণ স্বাধীন; কিন্তু জমীদারের সন্মুখীন হইলেই প্রজাবর্গ বালক ও হিতাহিত জ্ঞানবিমূঢ় হইয়া পড়েন। প্রজার স্বত্ব বিক্রয়ে জমীদারকে সর্ব্বাগ্রে ক্রয় করিবার ক্ষমতা নূতন আইনে দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হেতু ঐ ক্ষমতা নিষ্ফল হইয়াছে। জমীদার প্রজার স্বত্ব ক্রয় করিতে পারিবেন কিন্তু তৎসংসৃষ্ট স্বত্ব পুঞ্জে স্বত্ববান হইতে পারিবেন না; ক্রয়ের পর বন্দোবস্ত করিতে গেলে বন্দোবস্তী প্রজা পূর্ব্ব প্রজার-স্বত্বে অধিষ্ঠিত হইবে। ক্রয়কালীন, জমীদারকে প্রজার অবধারিত মূল্য দিতে হইবে, অমনোনীত হইলে মূল্য সাব্যস্তের নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ করিতে হইবে। জমীদার এত ক্লেশের বিনিময়ে কি পাইবেন? কিছুই দেখি না। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক করও পাইলেন না বা চুক্তি মূলে কর বৃদ্ধির সামর্থ্যও জন্মিল না। এ বিধান কোন্ বিধিতন্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ক্রয়

সংক্রান্ত নূতন আইনের পাণ্ডু লিপিতে উৎপন্ন শস্যে জমীদারের যে অংশ অবধারিত করা হইয়াছে সেটীও নূতন। ৺ সোর বলিয়া গিয়াছেন ১৭৯৩ অব্দের বন্দোবস্তের পূর্ব্বে উৎপন্নের অর্দ্ধেক হইতে দুই তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত কররূপে সংগৃহীত হইত। যে প্রদেশে শস্যের অংশ মুদ্রাকরের পরিবর্ত্তে গৃহীত হয় (যথা বেহার) তথায় প্রচলিত আচারানুসারে ভূস্বামী অর্দ্ধেক হইতে নবম ষোড়শাংশ পাইবার ভাগী। ইলবর্ট সাহেব এক পঞ্চমাংশ মাত্র ভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি বিনানুসন্ধানেই এই অংশ স্থির করা হইয়াছে। প্রথমতঃ জমীদারকে এক চতুর্থাংশ ভাগ দিবার কথা হয় কিন্তু মহামতি লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রস্তাবে পরিশেষে ঐ অংশ এক পঞ্চমাংশে পরিণত হয়। পুরাতন রাজস্ব বিধানের এই ঠিক্ পুনরনুষ্ঠানই বটে!! সোর যাহা অসম্ভব বলিয়াছেন এক্ষণে তাহাই সম্ভব হইবে, বঙ্গ বিহারের নিমিত্ত এক হার নিরূপিত হইতেছে। এই চেষ্টা উন্মত্তের কার্য্য প্রায় কি নহে?

প্রাগুক্ত অংশ অবধারিত হইলে পূর্ব্ব বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ। তথায় ভূমির নব সংস্কার হেতু প্রজার কর অতি সামান্য। এ বিধি প্রচলিত হইলে তথাকার সকল জমীদারই ঊর্দ্ধহারে কর পাইবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইঁয়া কর বৃদ্ধির অভিযোগে বিচারালয় ভাসাইয়া দিবে; এবং এই বিবাদে হয়ত উভয়েই সর্ব্বস্বান্ত হইবে। বঙ্গের অন্যাংশে যেখানে নূতন নিরূপিত হার হইতে অধিক হারে কর সংগৃহীত হয় তথায় সম্পত্তির, আয়ের হ্রাস হেতু মূল্য এককালে অল্প হইয়া যাইবে। কোন স্থানে দেয় রাজস্বাপেক্ষা কর সমষ্টি ন্যূন হইবে। এমতাবস্থায় জমীদারগণের প্রতিযোগ কি অনুচিত? না জানিয়া শুনিয়া ও স্থান বিশেষের অবস্থা বিবেচনা না করিয়া এই প্রকার করের সাধারণ নিয়ম স্থির করিয়া জমীদারের মস্তকে বজ্রাঘাত করা কি বিধেয়?

অত্রস্থ ব্যবস্থাপক সভা উদ্ঘাত আর দুই একটী অদ্ভুত বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাবের শেষ করিব। প্রজার যে স্বত্ব কখন ছিল না এবং যাহা তাহারা ভ্রমেও যাচ্ঞা করে নাই, তাহাদিগকে

তাহা দিয়াও আমাদের ব্যবস্থাপক সভা ক্ষান্ত নহেন। বঙ্গদেশের ভূমিতে প্রজাবর্গকে অধিকার স্বত্ব দিতে উন্মুখ হইয়াছেন। সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশে অনেক অসংস্কৃত ভূমি আছে যাহাতে কেবলই জমীদারেরা স্বত্ববান। যত দিন ঐ ভূমি কর্ষিত না হয় তত দিন উহার মূল্য থাকে না ; উহার উৎকর্ষ সাধন হইলে জমীদারের উপস্বত্ব বৃদ্ধি হয়। নূতন বিধানানুসারে রাইয়তের ঐ ভূমিতে অন্য রাইয়তি ভূমির ন্যায় স্বত্ব বর্ত্তাইল। জমীদার পূর্ব্বের মত আর এ অসংস্কৃত ভূমি ইচ্ছানুরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন না। রাইয়তি ভূমির সহিত এই ভূমি সংমিলিত হইয়া গেল। যে প্রদেশে গ্রাম সমিতি আছে তথায় এই বিধি আদরণীয় হইতে পারে। বঙ্গে সে সমিতি নাই, বঙ্গের ভূমি জমীদারের বস্তু তথাপি ভাবী প্রজার হিতার্থে এক্ষণে ভূমিতে এই সকল স্বত্ব বর্ষণ হইতেছে। ইলবর্ট মহাশয় বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গবর্ণমেণ্ট ও জমীদার মধ্যে হইয়াছিল প্রজা-বর্গ পক্ষ না থাকাতে উক্ত বন্দোবস্তে বাধ্য হইতে পারে না এবং গবর্ণমেণ্ট প্রজার মঙ্গলার্থে সময়ে সময়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা প্রকাশ্যভাবে স্বীয় হস্তে রাখিয়াছেন। এ উক্তি কত দূর যুক্তি যুক্ত ও অবস্থা মূলক দেখা কর্ত্তব্য। সত্যই, জমীদার গবর্ণমেণ্টের নিকট চুক্তি পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ঐ চুক্তির সর্ত্তে প্রজার কোন স্বার্থ ছিল না, কিন্তু ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য যে রেগুলেসন বিধান সমূহে জমীদার, তালুকদার, ও প্রজাবর্গ সকলেরই স্বত্ব নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এবং কতকগুলি নিরূপিত বাধাবাদে জমীদারের ভূসম্পত্তিতে অধিকার স্বত্ব স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা আছে। উক্ত বিধানানুসারে তালুকদার স্বীয় সম্পত্তিতে অধিকার স্বত্ব পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের জমা বৃদ্ধি এক কালে রহিত হইয়াছিল। কতকগুলি নিম্নস্থ জোত-স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা ও মোকররিদারগণেরও স্বত্ব প্রাগুক্ত বিধানে রক্ষিত হইয়াছিল। শেষোক্ত দ্বিবিধ প্রজা ব্যতীত জমীদারের অন্যান্য প্রজাগণের সহিত কয়েকটী নিরূপিত ও বিশেষ বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া স্বকীয় ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করিবার কথা রেগুলেসন বিধানে লিখিত,

আছে। যদি কোন প্রজা জমীদারের এই ক্ষমতা অস্বীকার করিত তাহা হইলে সে বিশেষ বিধি দ্বারা রক্ষিত সপ্রমাণ করিতে হইত এবং তদ্বিষয়ে অক্ষম হইলে জমীদারের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য না করিলে জমীদার তাহাকে স্বত্বচ্যুত করিতে পারিতেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তি মূলে জমীদারের এই ক্ষমতা জন্মায় নাই; রেগুলেসন বিধান তাঁহাকে উক্ত শক্তি প্রদান করে। নূতন পাণ্ডুলিপি জমীদারের ঐ শক্তির লোপ করিতেছে। এটী নিতান্ত অবিধেয় ও অসঙ্গত কার্য্য এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যথাযথ নিয়ম ভঙ্গ করা হইতেছে। যখন জমীদারেরা প্রজার জোতস্বত্বানুগত ভূমি ভিন্ন অন্য সমস্ত ভূমিই যথেচ্ছা বন্দোবস্ত করিতে পাইবেন জ্ঞানে গবর্ণমেণ্টের সহিত রাজস্ব দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন ও তচ্চুক্তির অপরাপর নিয়ম প্রতিপালনে আপনাদিগকে বাধ্য করিয়াছেন তখন এই শতবর্ষের ঊর্দ্ধকাল পরে তাঁহাদের ঐ জ্ঞান বিমোচন করিলে অতি অন্যায় ও দুরূহ কার্য্য করা হইবে। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সম্পাদক সভা ঐ ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন এক্ষণে ব্যবস্থাপক সভা তাহার সমূলোৎপাটন করিতেছেন। কি গর্হিত কার্য্যই করা হইতেছে ?

অনেকে বলেন যে, যে রেগুলেসন দ্বারা গবর্ণমেণ্ট জমীদারগণের অধিকার স্বত্ব ঘোষণা করেন তাহাতেই লিখিত আছে যে শাসনকর্ত্তার প্রজামাত্রকেই রক্ষা করা কর্ত্তব্য বিশেষ যাহারা দুর্ব্বল ও স্বত্বহীন, তন্নিবন্ধন শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল অধীনস্থ তালুকদার, রাইয়ৎ ও অন্যবিধ হলচালক কৃষকদিগের রক্ষা ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধনের নিমিত্ত সময়ে সময়ে আবশ্যকানুযায়ী আইন প্রচার করিবেন এবং সেই আইন বিধিবদ্ধ করণ হেতু কোন জমীদার, স্বাধীন তালুকদার বা ভূম্যাধিকারী আপন ধার্য্য জমা দিতে আপত্তি করিতে পারিবেন না। এ ঘোষণার অভাবেও আমরা গবর্ণমেণ্টর এ ক্ষমতার বিরোধী নহি। গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বথা এই ক্ষমতা আছে। কিন্তু একের উপকার করিবার মানসে গবর্ণমেণ্ট অন্যের অপকার করিতে সক্ষম নহেন, একের রক্ষা অপরের স্বত্ব লোপ অর্থবোধক নহে। অধিক সংখ্যক

লোকের হিতার্থে একককে সম্পত্তিচ্যুত করিতে গেলে অধিবাসিগণের ব্যয়ে তাঁহার ক্ষতি পূরণকরা উচিত, না করিলে চৌর্য্য দোষ অর্শে। সাধারণ দস্যুবৃত্তি হইতে এই চৌর্য্যের প্রভেদ এই যে সামান্য দস্যুরা লগুড় হস্ত হইয়া পথিমধ্যে বলপূর্ব্বক লোকের সর্ব্বস্বাপহরণ করে, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা হংস পক্ষ হস্তে লইয়া রাজ প্রাসাদে বসিয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। জমীদারেরা যে স্বত্বচ্যুত হইবার উন্মুখ হইয়াছেন তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্ট স্বত্ব নহে, উহা বহু পূর্ব্বপ্রচলিত আচার সম্ভূত স্বত্ব। জমীদারেরা ঐ স্বত্ব সম্পর্ক অভাবে ১৭৯৩ শাল হইতে উপভোগ করিয়া আসিতেছেন এক্ষণে কি প্রজার উপকার চ্ছলে ঐ চিরস্থাপিত প্রথার অপলাপ ন্যায় বা যুক্তি গ্রাহ্য ? যদ্যপি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট প্রজার হিতসাধনে রত হইয়া অন্য ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়স্থিত বিধান প্রণালীতে আইন সংগঠন করাই বিধেয়। রক্ষা শব্দের অর্থ বুঝিতে গেলে যাহা বর্ত্তমান বা বিদ্যমান আছে তাহারই রক্ষা বুঝায়, অবিদ্যমান বস্তুর রক্ষা বুঝাইতে পারে না তদ্ধেতু নূতন আইনের বিধানাবলীর প্রতি আমাদের বিশেষ আপত্তি এই যে রক্ষাচ্ছলে জমীদারের স্বত্বলোপ পূর্ব্বক প্রজার স্বত্ব বর্দ্ধন করা হইতেছে। ইংলণ্ডে খনি ও কলে নিযুক্ত শ্রমোপজীবীদিগের হিতার্থে অনেক আইন সংগঠিত হইয়াছে কিন্তু তাহা বলিয়া কেহই বলিতে সাহসী হয়েন না যে ঐ শ্রমজীবীদিগের রক্ষা ভার করিয়া তত্রত্য রাজসভা তাহাদিগকে ঐ খনি বা কলে স্বত্ব প্রদান করিতে সক্ষম। বঙ্গে ঐ অনর্থ ঘটিয়াছে, প্রজাকে ভূমিতে অধিকার স্বত্ব দান করিতে অত্রত্য ব্যবস্থাপক সভা কৃতসংকল্প হইয়াছেন। যদিও জমীদার ও প্রজার ভূস্বত্ব সম্পূর্ণ পৃথক তথাপি উহা এ প্রকার বিরুদ্ধ স্বত্ব নহে যে একের অপলাপ ভিন্ন অপরটী জীবিত থাকিতে পারে না, এবং ঐ প্রতিদ্বন্দ্বী স্বত্বদ্বয় বিভিন্ন রাখা আমাদের ব্যবস্থাপক সভার উচিত। জমীদারবৃন্দ নিশ্চয়ই মাধ্যস্থ ভাবাবলম্বন পূর্ব্বক আত্মস্বত্ব লোপে হৃষ্টচিত্ত হইয়া উদাসীন ভাব গ্রহণ করতঃ কখন নিশ্চিন্ত

মনে বসিয়া থাকিবেন না, তাঁহারা সম্যক্ প্রকারে আত্মরক্ষার প্রতিবিধান করিতে সচেষ্ট হইবেন, তাহা হইলে দেশের আর সুখ সমৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইবে না এবং এই উন্নত রাজ্য কলহ দোষে পরিদূষিত হইয়া যাইবে।

রাজ্য শাসন ব্যাপারে বিবিধ অভাব মোচনার্থ নানা উপায়াবলম্বন প্রয়োজনীয় হয় বটে, কিন্তু বঙ্গসম্বন্ধে এই অহিতকর বিধি বিধানের অণুমাত্র আবশ্যকতা লক্ষ্য হয় না। এদেশের প্রজাবর্গের উন্নতি বিষয়ে সকলেই ঐক্য মত; জমীদারগণের অবস্থা ক্রমে মলিন হইয়া আসিতেছে এবং তাঁহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টির আবশ্যক তাহাও সাধারণের অবিদিত নাই; প্রজা, এই নূতন আইন প্রবন্ধন নিমিত্ত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করে নাই; তবে এই স্বচ্ছন্দ নির্জ্জাত ব্যবহারের আবির্ভাবই বা কেন?

পরিশেষে আমরা জস্‌টিস্ ফীজ মহোদয়ের অর্থ পূর্ণ মন্তব্য কথায় বর্ত্তমান রাজ প্রতিনিধির মনঃ আকর্ষণ করণ মানসে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গের সাঙ্গ করিলাম। "আধুনিক উন্নতি সাধকেরা অধুনাতন প্রজা পুঞ্জকে পুরাতন স্বত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্ব স্ব ঔদার্য্য ও বদান্যতার চিহ্ন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার অভিলাষ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে তাঁহারা যেন বাঞ্ছিত ফলোদ্দাম লালসায়, প্রকৃতাবস্থারূপ বর্ত্তিকার আলোক দ্বারা তাঁহাদিগের প্রিয় শিষ্য প্রজাবর্গের অবস্থা সবিশেষ লক্ষ্য করিতে বিস্মৃত না হইয়া যান।

সম্পূর্ণ।

Printed by P. M. Soor & Co., Crown Press, 14, Duff Street, Calcutta.